দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা ডুমুরিয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা শুরু!

■ ডুমুরিয়া (খুলনা) সংবাদদাতা

সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির তৈরি করা প্রশ্নেপত্রে উপজেলার ১০টি বিদ্যালয় ছাড়া ৫৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা গত বৃহস্পতিবার সকাল-বিকাল দুই স্তরে শুরু হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের কাছে দেওয়া প্রশ্নপত্রে উপরে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা ২০১৭ লেখা থাকলেও বিদ্যালয়ের নাম লেখা নেই। তবে সকালে ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাছে বিলি করা ৭০ মার্কের সৃজনশীল প্রশ্নে উপরাংশে মির্জাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় লেখা দেখা যায়। তবে ৩০ মার্কের বহু নির্বাচনী পরীক্ষায় সমিতির প্রশ্ন বিতরণ করা হয়।

প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ওলিয়ার রহমান জানান, সম্ভবত প্রিন্টিং এ ভুল হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলে পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এটিএম জাকির হোসেন জানান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিদ্যালয়ে পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিদর্শক শেখ হেমায়েত হোসেন ও গবেষণা কর্মকর্তা শেখ মশিউর রহমান উপজেলার ৪টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। এর মধ্যে কুলটি মাধ্যমিক ও মির্জাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার সত্যতা পেয়েছেন বলে জানান।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দেবাশীষ কুমার বিশ্বাস জানান, ৬৩টি বিদ্যালয়ে রমজান মাসে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্ব স্ব বিদ্যালয়কে প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষা নিতে হবে মর্মে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তবে বিদ্যালয়গুলো সমিতির তৈরি করা প্রশ্নে পরীক্ষা নিচ্ছেন বলে জানতে পেরেছি।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি আরিজান আলী জানান, সমিতিতে সম্প্রতি নির্বাচন শেষে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। সবকিছু বুঝতে পারিনি। তবে প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির প্রশ্নপত্র সমিতির পক্ষ থেকে তৈরি করে বিদ্যালয়গুলোতে দেওয়া হয়েছে।

উলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মিত্র বলেন, সরকারি নিয়মেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।